প্রধান মন্ত্রী সুরক্ষা বীমা যোজনা সংক্রান্ত প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী:

প্র:১। প্রকল্পটি কী প্রকৃতির ?

প্রকল্পটি এক বছরের কভার যুক্ত ব্যক্তিগত দুর্ঘটনাজনিত বীমা প্রকল্প যা দুর্ঘটনা যুক্ত মৃত্যু বা অক্ষমতার বিরুদ্ধে সুরক্ষা প্রদান করে এবং প্রত্যেক বছর পুনর্ণবিকরন যোগ্য ।

প্র:২। প্রকল্প এবং প্রিমিয়াম প্রদেয় অধীনে সুবিধা কী হবে ?

সুবিধাগুলি হল নিম্নরূপ :

	বেনিফিট টেবল	বিমাকৃত রাশি
ক)	মৃত্যু	২ লক্ষ
খ)	দুই চোখের সম্পুর্ন ও অপ্রতিবিধেয় ক্ষতি, দুটি হাত বা পায়ের অব্যবহার যোগ্য হয়ে পড়া, অথবা এক চোখের দৃষ্টি শক্তি হারানোর সাথে একটি হাত বা পায়ের অব্যবহারযোগ্য হয়ে পড়া ।	২ লক্ষ
গ)	একটি চোখের সম্পুর্ণ ও অপ্রতিবিধেয় ক্ষতি অথবা একটি হাত বা পায়ের অব্যবহারযোগ্য হয়ে পড়া ।	১ লক্ষ

প্র: ৩। প্রিমিয়াম কী ভাবে প্রদান করা যাবে ?

তালিকাভুক্তির সময় গ্রহিতার ইচ্ছানুসারে প্রিমিয়াম সেভিংস ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে অটো ডেবিট পদ্ধতিতে প্রতি কিস্তিতে কেটে নেওয়া হবে ।সদস্যদের এককালীন সময়ে অটো ডেবিট সুবিধা করে নেওয়ার সুযোগ থাকবে বা পরবর্তিকালে প্রকল্পের পুনর্বিশ্লেষণ করার সময় যা সিদ্ধান্ত স্থির হবে তার উপর নির্ভর করবে ।

প্র: ৪। প্রকল্পটির তদারকি কী ভাবে হবে ?

প্রকল্পটি পাবলিক সেক্টর সাধারণ বীমা সংস্থার এবং অংশগ্রহণকারী ব্যাংক ও অন্য সাধারণ বীমা সংস্থার যৌথ প্রয়াসে কার্যকরী হবে । অংশগ্রহণকারী ব্যাংক তাদের স্ব-ইচ্ছায় সাধারণ বীমা সংস্থা নিযুক্ত করতে পারবে ।

প্র: ৫। প্রকল্পটি করার যোগ্যতা কী?

১৮ থেকে ৭০ বছর বয়স্ক যে কোনও ব্যক্তি যার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট আছে তিনি প্রকল্পটি করতে পারবেন ।যে সকল ব্যক্তির একাধিক ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট আছে তারা যে কোনও একটি ব্যাংকের একটি অ্যাকাউন্ট থেকে প্রকল্পটি করাতে পারবেন ।

প্র : ৬।তালিকা ভুক্তির সময় সীমা এবং নিয়মাবলি কী ?

প্রাথমিক ভাবে প্রকল্পটির সূচনার সময় অর্থাত্ ১লা জুন, ২০১৫ থেকে ৩১শে মে ২০১৬ সময়সীমা জন্য গ্রাহকদের তালিকাভুক্ত ও অটো ডেবিট অপসারণ জন্য ৩১শে মে ২০১৫ সময় ধার্য করা হয়েছে যা

৩১ শে আগষ্ট ২০১৫ অবধি বর্ধিত করা হবে ।এরপরেও পূর্ণ প্রিমিয়াম দিয়ে তালিকাভুক্ত হওয়া যাবে যা প্রকল্পটির শর্তসাপেক্ষ যোগ্য হবে । যে সকল গ্রাহক প্রকল্পটি পরবর্তী বছরেও চালু রাখতে চান তাদের প্রত্যেক বছর ৩১শে মে-এর আগে অটো ডেবিট –এর জন্য অনুমোদন দিতে হবে। প্রকল্প নবীকরন করতে দেরি হলে পূর্ণ প্রিমিয়াম দিয়ে তা নবীকরন করা যাবে শর্তসাপেক্ষে।

প্র : ৭। যে সকল যোগ্য ব্যক্তি প্রথম বছর প্রকল্পটি করতে পারেননি তারা কী প্রকল্পটি করতে পারবেন পরবর্তী বছরগুলিতে ?

হ্যাঁ । অটো- ডেবিট পদ্ধতিতে প্রিমিয়াম দিয়ে নতুন যোগ্য গ্রাহকরা পরবর্তী বছরগুলিতে প্রকল্পটি করতে পারবেন।

প্র: ৮। প্রকল্প থেকে সরে গিয়ে কেউ আবার প্রকল্পটি নিতে পারে?

প্রকল্প থেকে যারা কোনও সময়ে সরে গিয়েছেন তারা পুনরায় নতুন প্রিমিয়াম দিয়ে প্রকল্পের আওতায় আসতে পারেন প্রকল্পের নিয়ম বিধি অনুসারে।

প্র: ৯। প্রকল্পটির মাস্টার পলিসি হোল্ডার কে হবেন?

পলিসির জন্য মাষ্টার হোল্ডার হবে অংশগ্রহণকারী ব্যাংক । সরল ও বন্ধুত্বপূর্ণ পদ্ধতিতে ক্লেম সংক্রান্ত ও আনুষঙ্গিক পদ্ধতিগুলি PSGICS / অন্য সাধারণ বীমা কোম্পানিগুলি নির্বাহ করবে।

প্র: ১০। কখন দুর্ঘটনাজনিত কভার শেষ হবে?

প্রকল্পটির কভার নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে শেষ হবে বা আর করা যাবে না –

ক) ৭০ বছর বয়স হয়ে গেলে। (নিকটতম জন্ম তারিখ অনুযায়ী)

খ) ব্যাংক অ্যাকাউন্ট বন্ধ হয়ে গেলে বা পর্যাপ্ত অর্থ না থাকলে।

গ) যে ক্ষেত্রে একজন গ্রাহক একের অধিক প্রকল্প নিয়ে থাকেন সেক্ষেত্রে একটি প্রকল্প ছাড়া বাকিগুলির বৈধতা থাকবে না এবং প্রিমিয়াম বাবদ লব্ধরাশি ফেরত্ যোগ্য হবে না।

প্র: ১১। বীমা কোম্পানী এবং ব্যাংকের ভূমিকা কী হবে?

ক) প্রকল্পটি PSGICS/অন্য সাধারণ বীমা কোম্পানি দ্বারা পর্যবেশিত হবে যারা এই ধরনের প্রকল্প চালাতে ইচ্ছুক অন্য ব্যাংকের / ব্যাংকগুলির সঙ্গে যৌথভাবে।

খ) ব্যাংকগুলির উপর দায়িত্ব থাকবে গ্রাহকদের থেকে অটো-ডেবিট পদ্ধতিতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এক কিস্তিতে বার্ষিক প্রিমিয়াম সংগ্রহ করা এবং বীমা কোম্পানিতে প্রেরণ করা।

গ) তালিকাভুক্তি ফর্ম / অটো-ডেবিট অনুমোদন/ নির্ধারিত দর্শনার্থ সম্মতি তথা ঘোষণা ফর্ম অংশ গ্রহনকারী ব্যাংকের কাছে প্রাপ্ত হতে হবে। ক্লেম হলে বীমা কোম্পনী তা ব্যাংকের কাছে চাইতে পারে এবং যে কোনও সময়ে তা নিয়ে নেওয়ার অনুমতিপ্রাপ্ত।

প্র: ১২। প্রিমিয়াম কী ভাবে বন্টিত্ হবে ?

ক) বীমা কোম্পনীর বীমা প্রিমিয়াম	:	১০ টাকা / সদস্য প্রতি বছরে
খ) মাইক্রো / কর্পোরেট / এজেন্ট খরচ বাবদ	:	১ টাকা / সদস্য প্রতি বছরে
গ) অংশগ্রহনকারী ব্যাংকের প্রসাশনিক ব্যয় বাবদ	:	১ টাকা / সদস্য প্রতি বছরে

প্র: ১৩। এই প্রকল্পের সুবিধা কী অন্য বীমা পলিসি থাকলেও পাওয়া যাবে ?

হ্যাঁ ।

প্র: ১৪। প্রকল্পটি কী প্রাকৃতিক বিপর্যয় যেমন ভূমিকম্প, বন্যা বা ভূ-বিপর্যয় জনিত্ মৃত্যু বা শারীরিক অক্ষমতাকে সুরক্ষা প্রদান করে ? প্রকল্পটি কী আত্মহত্যা বা হত্যাজনিত মৃত্যুকে সুরক্ষা প্রদান করে ?

হ্যাঁ । এই প্রকল্পটি প্রাকৃতিক বিপর্যয় জনিত্ মৃত্যু বা শারীরিক অক্ষমতাকে সুরক্ষা প্রদান করে। এই প্রকল্পটি হত্যাজনিত মৃত্যুকে সুরক্ষা প্রদান করে, কিন্তু আত্মহত্যা কে করে না।

প্র: ১৫। জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট হোল্ডাররা কী প্রকল্পটি করতে পারবেন ?

হ্যাঁ ।কিন্তু তাদের পৃথক ভাবে বাৎসরিক প্রিমিয়াম ১২ টাকা হিসাবে জমা করতে হবে অটো-ডেবিট পদ্ধতির মাধ্যমে।

প্র: ১৬। কোন কোন ব্যাংক অ্যাকাউন্টগূলি এই প্রকল্পের আওতায় আসবে?

সমস্ত ব্যাংক অ্যাকাউন্ট হোল্ডাররা (প্রতিষ্ঠান সমূহের অ্যাকাউন্ট ব্যতীত) এই প্রকল্পটি তে যোগদান করতে পারেন।

প্র: ১৭। অনাবাসী ভারতীয়রা কী এই প্রকল্পটির অধীনে সুরক্ষা গ্রহণ করতে পারেন?

যে কোনও অনাবাসী ভারতীয় যার ভারতবর্ষে যে কোনও ব্যাংকের শাখায় অ্যাকাউন্ট আছে এবং এই প্রকল্পের অন্যান্য শর্ত পূরণ করতে পারে সে এই প্রকল্পের অধীনে আসতে পারে । কিন্তু ক্লেম হলে বীমা কোম্পানী ভারতীয় মুদ্রায় নির্ধারিত ব্যক্তি/নমিনীকে দেবে।

প্র: ১৮। দুর্ঘটনায় মৃত্যু বা শারীরিক অক্ষমতার ক্ষেত্রে বীমা কোম্পানী কী হাসপাতালের চিকিৎসার খরচ বহন করবে?

না।

প্র: ১৯। এই প্রকল্পে নথিভুক্ত গ্রাহকের মৃত্যু হলে কে বীমার সুবিধা ক্লেম করবে?

নথিভুক্ত গ্রাহকের মৃত্যু হলে তার নমিনী বা নির্ধারিত ব্যক্তি (নথিভুক্তকরণের আবেদন পত্র অনুযায়ী) ক্লেম করতে পারবে । অন্যথায় তার আইনগত উত্তরাধিকারীরা ক্লেম জমা করতে পারবে।

প্র: ২০। ক্লেমের টাকা কী ভাবে দেওয়া হবে ?

শারীরিক অক্ষমতার ক্ষেত্রে গ্রাহকের সেভিংস অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে দেওয়া হবে। মৃত্যুজনিত ক্লেমের ক্ষেত্রে বিমার টাকা নমিনি বা আইনগত উত্তরাধিকারীর অ্যাকাউন্টে জমা হবে।

প্র: ২১। গ্রাহক আত্মহত্যা করলে গ্রাহকের পরিবার এই প্রকল্পের বিমার সুবিধা পাবে কী?

না।

প্র: ২২। দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে পুলিশকে জানানোর প্রয়োজন কী না এবং ক্লেম করার জন্য FIR -এর প্রয়োজন আছে কী ?

পথ, রেল এবং এই রকম যানবাহন জনিত দুর্ঘটনা, জলে ডুবে যাওয়া, কোনও অপরাধজনিত মৃত্যুর ক্ষেত্রে দুর্ঘটনার কথা পুলিশ কে জানানো বাধ্যতামূলক। কিন্তু সাপে কাটা, গাছ থেকে পড়ে যাওয়া ইত্যাদির ক্ষেত্রে হস্পিটালের লিপিবদ্ধ নথির সংযুক্তির প্রয়োজন।

প্র: ২৩। বীমা অধীন গ্রাহক যদি নিরুদ্দেশ হয় এবং মৃত্যুর প্রমাণ যদি সুনিশ্চিত না হয় তবে কী তার আইনগত উত্তরাধিকারীরা বিমার সুবিধা পাবে ?

মৃত্যুর প্রমাণ সুনিশ্চিত হলে বা আইন অনুযায়ী নিরুদ্দেশের সাত বছর পর (আইন অনুযায়ী মৃত্যু) বিমার সুবিধা দেওয়া হবে।

প্র: ২৪। বীমা অধীন গ্রাহকের আরোগ্য সম্ভাবনাযুক্ত আংশিক অক্ষমতা, যেমন এক চোখের দৃষ্টি শক্তি বা একটি হাত বা পায়ের অব্যবহারযোগ্য হয়ে পড়ার ক্ষেত্রে বিমার সুবিধা পাবে কী?

না, কোনও বিমার সুবিধা পাওয়া যাবে না।

প্র: ২৫। যদি কোনও গ্রাহক একের বেশি অ্যাকাউন্ট-এ প্রিমিয়াম দিয়ে এই প্রকল্পে আওতাধীন হয় তা হলে সে একের বেশি বীমা সুবিধা পাবে কী?

বিমাকৃত ব্যক্তি / নমিনি একটি মাত্র বিমার সুবিধা পাওয়ার যোগ্য হবে।

প্র: ২৬। এই প্রকল্পটি কি বিদেশী বীমা কোম্পানীর মাধ্যমে রুপায়িত হয় ?

ভারতে কোনও বিদেশী বীমা কোম্পানী সরাসরি ব্যবসা করে না । ভারতীয় বীমা আইন এবং IRDA Regulations অনুযায়ী কয়েকটি বিদেশী কোম্পানী ভারতীয় কোম্পনীর সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে বীমা ব্যবসা করতে পারে, কিন্তু বিদেশী কোম্পনীদের বিনিয়োগের অংশ সর্বাধিক ৪৯ শতাংশ হয়।

প্র: ২৭। এই প্রকল্পটি ব্যপক হারে এবং নিবিড় ভাবে রুপায়িত হওয়ার ফলে বিদেশী বীমা কোম্পানীগুলি যারা ভারতীয় কোম্পানীর সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে অংশগ্রহণ করছে তারা কি বিপুলভাবে আর্থিক লাভ করবে ?

শুধূমাত্র ভারতীয় বীমা কোম্পানীগূলি (বীমা আইন অনুযায়ী) ভারতবর্ষে বীমা ব্যবসা করতে পারে। পলিসি হোল্ডারদের প্রদেয় টাকা ভারতীয় বীমা কোম্পানীগুলি বিদেশী বীমা কোম্পানীর (যাদের

বিনিয়োগের অংশ সর্বাধিক ৪৯ শতাংশ) সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে ভারতবর্ষে বিনিয়োগ করতে হবে এবং বিদেশে বিনিয়োগ করা যাবে না।

এই প্রকল্পে বর্ষিক প্রিমিয়াম নির্ধারন করা হয়েছে সমস্ত রিস্ক ফ্যাক্টর্স, বর্তমান মৃত্যু হার এবং Adverse Selection বিষয়গুলির গুরুত্ব বিবেচনা করে। তাই এই প্রকল্পে প্রচুর লাভের কোনও সম্ভাবনা নেই। প্রকৃত পক্ষে বার্ষিক প্রিমিয়াম বাড়ানোর দাবী রয়েছে।

প্র: ২৮। যখন ভারত সরকার অধীন পাবলিক সেক্টর বীমা কোম্পানিগুলি (PSGIC) এই প্রকল্পটি রূপয়িত করতে পারতো সেখানে বিদেশী কোম্পানিগুলি এই প্রকল্পের সাথে যুক্ত কেন?

ভারতবর্ষে IRDA অনুমোদিত ২১টি সাধারণ বীমা সংস্থা ব্যবসা করছে। গ্রাহকদের ভাল পরিষেবা, দাম এবং প্রতিযোগিতাকে উৎসাহ দেবার জন্য সমস্ত কোম্পানিকে অংশ গ্রহণ করতে দেওয়া হয়েছে। মোটের উপর এরা সবাই ভারতীয় বীমা কোম্পানী । তাদের সঙ্গে বিদেশী কোম্পানীর যৌথ উদ্যোগের ক্ষেত্রে বিদেশী বিনিয়োগের পরিমাণ সর্বাধিক ৪৯ শতাংশ হবে। তা হলেও PSGIC-গুলি এই প্রকল্পটির মুখ্য দায়িত্ব পালন করছে।

প্র: ২৯। যদি ক্লেম সেটলড না হয় , তা হলে বিদেশী বীমা কোম্পানীগুলির বিরুদ্ধে কোনও আইনি ব্যবস্থা নেওয়া যাবে ?

কোনও বিদেশী কোম্পানী ভারতে সরাসরি ব্যবসা করে না। রেগুলেশনস অনুযায়ী কিছু বিদেশী বীমা কোম্পানী যারা যৌথ উদ্যোগে ভারতীয় কোম্পানীর সঙ্গে বীমা ব্যবসা করে তাদের বিনিয়োগের অংশ সর্বাধিক ৪৯ শতাংশ হবে। নিয়মানুযায়ী এরা ভারতীয় বীমা কোম্পানী। এইসব কোম্পানিগুলি ভারতীয় নিয়মানুযায়ী নির্দেশিত হয় এবং এদের বিরুদ্ধে আইনী ব্যবস্থা নেওয়া যায়।

প্র: ৩০। প্রিমিয়ামের হার বেড়ে যেতে পারে বা বীমা কোম্পানিগুলি ভবিষ্যতে কি প্রকল্পটি বন্ধ করে দিতে পারে ?

বীমাও একটি পণ্যের মতো। ২১ টি বীমা কোম্পানীর মধ্যে প্রতিযোগিতার জন্য প্রিমিয়ামের হার বেড়ে যেতে পারে যদিও দাম (price) মোটামুটি স্থিতিশীল থাকা সম্ভব। এই প্রকল্পটিকে এমনভাবে রূপায়িত হয়েছে এবং Pricing-ঠিক করা হয়েছে যে ভবিষ্যতে প্রকল্পটি Viable থাকবে এবং বন্ধ হবার সম্ভাবনা ক্ষীণ। কোনও বীমা কোম্পানী প্রকল্পটিতে অংশগ্রহণ বন্ধ করে দেয়, সে ক্ষেত্রে ব্যাংকগুলির অন্য কোনও বীমা কোম্পানীর সহিত সংযুক্তিকরন সম্ভব।

****